দৈনিক বাংলা

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

010

নিষিদ্ধ নোটবই

দেশের বিভিন্ন এলাকার পুলিশ বোর্ডের স্কুলের নোটবই আটক করছে। নোটবই মুদ্রণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ বলে এই বই মুদ্রণ এবং বিক্রির দায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

এ ব্যবস্থা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তবুও অর্থবই ছাপা হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে এ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে কেন? অর্থবই কেন তাদের মধ্যে আছে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক এমনকি খোদ শিক্ষকেরা। দেখা যাচ্ছে অর্থবই ব্যতীত অধিকাংশ শিক্ষকই পড়াতে পারছেন না।

উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে মনে করার কারণ ঘটেছে যে, যে লক্ষ্যে অর্থবই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তার কোথায়ও কোন অসংগতি আছে। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে পাঠ্য-পুস্তকের অর্থবই থাকা একটি দীর্ঘদিনের ঘটনা। অর্থবই প্রয়োজন না হলেও শিক্ষকেরা এক ধরনের সহায়ক পুস্তকের সাহায্য নিতেন। এজন্য প্রতিটি স্কুল কলেজে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারের বই নিয়ে শিক্ষকেরা পড়াশুনা করতেন। ছাত্রদের পড়াতেন।

কিন্তু ছাত্রদের অবস্থা কি হবে? আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার এমন নয় যে প্রতি পরিবারে একজন শিক্ষাদানের যোগ্য সদস্য পাওয়া যাবে। স্কুল কলেজের শিক্ষার যে মান তাও উল্লেখ করার মত নয়। আবার সকলের পক্ষে প্রাইভেট টিউটর রাখাও সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, বই কেনার সমর্থ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকেই দাবী উঠে অর্থবই কেনার জন্য। অর্থাৎ গাইড-পুস্তকান্তরে অর্থবই না হলে ইংরেজী কেন বাংলা পড়া বা পড়ানও আজকাল কষ্টকর। তাই দেখা যায় নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে অর্থবই ছাপা হয় এবং বিক্রি হচ্ছে।

আমাদের মনে হয়, প্রশ্নটি ভিন্নভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।